# লিটল ম্যাগাজিন : যে প্রশ্নগুলো সামনে আসা দরকার

জাকির তালুকদার

লড়াই আছে। কিন্তু লড়াই -এর লক্ষ্যটা কী? লক্ষ্য কি বাজারি সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা? বাজারি সাহিত্যের বিপরীতে নতুন রক্ত - মাংস - নিরীক্ষা সমৃদ্ধ - নিদেনপক্ষে সৎ সাহিত্য উপস্থাপন করা? বাজারি সাহিত্যের অপচ্ছায়ামোহ থেকে পাঠককে মুক্ত করা? সৎ স্বাধীনচেতা লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলা? নতুন লেখক সৃষ্টি করা? তাকে সেবা - উৎসাহ - সহমর্মিতা দিয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা? প্রচলিত রুচি - প্রথাকে পাশ কাটিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা?

হতে পারে একটি বা একাধিক বা সবকটি লক্ষ্য নিয়েই লিটল ম্যাগাজিনগুলো কাজ করছে। উল্লিখিত লক্ষ্যগুলোর বাইরেও আরও লক্ষ্য থাকতে পারে কোনো লিটল ম্যাগের। থাকা সম্ভবও। এ কারণেই লক্ষ্য নির্ধারণী তালিকাটি অসম্পূর্ণ রাখাই শ্রেয়। তবু বলা যায়, লিটল ম্যাগ যতদিন থাকে, কোনো লেখক যতদিন লিটলম্যাগের লেখক হিসেবে টিকে থাকেন - ততদিন পর্যন্ত উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো কম - বেশি সবারই থাকে।

এখন প্রশ্ন আসে, লড়াই এর পুঁজি কী কী? অস্ত্র সরবরাহের মূলধন কী কী?

প্রধান মূলধন — লড়িয়ে মনোবল ও সংশপ্তক মনোভঙ্গি।

লিটল ম্যাগ কর্মীদের মানসিক নৈকট্য ও জোটবদ্ধতা। কিছু তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষক।

যৎসামান্য কিছু সামাজিক ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষক।

ব্যাস। এই তালিকা আর দীর্ঘ করার কোনো সুযোগই সম্ভবত নেই।

তাহলে এবারের প্রশ্ন - এই মূলধনটুকুর সর্বোত্তম ও যথাযথ প্রয়োগ আমরা করছি কি না?

মূলত এই প্রশ্নকেন্দ্রিক হয়েই বেড়ে উঠবে এই লেখার আত্মা ও শরীর।

একথা আজ প্রশ্নাতীতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, লিটল ম্যাগ ও তার লেখকগোষ্ঠীকে আজ বড় প্রয়োজন এই দেশের, এই ভাষার। কেননা প্রথাগত সাহিত্যধারা থেকে মহৎ সৃষ্টি তো দূরের কথা, ন্যূনতম সৎ সৃষ্টিও সম্ভব নয়। যেমন বাঙালির রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বিকাশ কোনো নিয়ম ধরে হয়নি, যেমন বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্ম ও বেড়ে ওঠা অস্বাভাবিক সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যেমন বাঙালি সমাজে কোনো জাতীয় বুর্জোয়া সৃষ্টি না হয়ে হয়েছে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া, যেমন আমাদের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অধিকাংশেরই দেশপ্রেম শ্রেণীচেতনাহীন — ঠিক তেমনিভাবে, হয়তো এসব কারণেই আমাদের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানগুলোও বিকলাঙ্গ। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান বা পত্রিকাগোষ্ঠী বা প্রকাশকগোষ্ঠী নামে যা গড়ে উঠেছে, তাদের ক্ষমতা নেই জনরুচির ভগ্নাংশকেও প্রভাবিত করা। অশ্লীল সিনেমা এবং লেজেগোবরে টেলিভিশনই মূলত প্রভাবিত করছে জনরুচিকে। আমাদের দেশের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলোও অনুসরণ করে সিনেমা - টেলিভিশনকে। তথাকথিত প্রধান লেখকরা নিজের প্রতি আস্থাহীন (সম্ভবতঃ নিজেদের প্রতিভার গভীরতা এরা নিজেরা বোঝেন; তবে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না)। সে কারণে তারাও সিনেমা - টেলিভিশনধর্মী লেখা মকশো করাতে ব্যস্ত। এদের গল্প - কবিতা- উপন্যাসও এমনভাবে তৈরি, যাতে একটু এধার ওধার করলেই সেগুলোকে চিত্রনাট্যে পরিণত করা সম্ভব। এঁদের প্রবন্ধ তো শুধু শিরোনাম পরিবর্তনের রচনা। এরা ১৯৫৩ সালে ভাষা আন্দোলন নিয়ে যা লিখেছেন, ১৯৯৭ সালেও তাই-ই লেখেন। এরা সব সমস্যার সমাধান খোঁজেন মুসলিম লীগ, বি এন পি, আওয়ামী লীগের মধ্যে। শ্রেণীচেতনার আলোকে নয়। নিজেরাই যারা বিভ্রান্ত, তারা কিই - বা দিতে পারেন জাতিকে। বাঙালি বারবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং করছে। কিন্তু আমাদের প্রধান লেখকদের মনন এতই স্থূল, তাদের সংবেদন এতই ভোঁতা যে, এসবের কোনো পূর্বাভাস তো দূরের কথা, ঘটে যাবার পরে তার রূপায়ন করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। এত গর্বের মুক্তিযুদ্ধই তার উদারহণ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো কালজয়ী সাহিত্য আমাদের প্রধান লেখকরা সৃষ্টি করতে পারেনি কেন, তার কারণ খুঁজতে মনস্তাত্ত্বিক হবার প্রয়োজজন পড়ে না। তাদের অনুভূতিতেই নেই, তা অবয়বে আসবে কেমন করে।

আমাদের সাহিত্যের মাধ্যমগুলোও সেভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। গভীরভাবে, সততাকে, নিরীক্ষাকে, নতুনত্বকে ধারণ করার ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর নেই। অর্থাৎ এককথায়, যেহেতু জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে ওঠেনি, তাই গড়ে ওঠে নি উৎপাদনমুখী ব্যক্তি - পুঁজিও। একইভাবে এদেশে গড়ে ওঠেনি সাহিত্যের কোনো প্রতিষ্ঠানও।

তাই, এক অর্থে বলা চলে, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা পশ্চিমে লিটল ম্যাগের যুদ্ধটা যতখানি সুদৃঢ় এবং সুবিন্যস্ত কাঠামোর বিরুদ্ধে (যেহেতু প্রতিষ্ঠান সেখানে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী), বাংলাদেশে ততটা নয়। সেই অর্থে বলা চলে বাংলাদেশে যুদ্ধটা তুলনামূলক সহজ ছিল। সহজ ছিল এই বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে এবং তাঁবেদার প্রায়বন্ধ্যা লেখকগোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে সৎ ও জীবননিষ্ঠ সাহিত্যের দিকে পাঠকরুচিকে প্রবাহিত করা। কিন্তু বাস্তবে তা করা সম্ভব হয়নি। হয়নি, যে, তার কারণ কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সবলতা নয় বরং লিটল ম্যাগ কর্মীদের দুর্বলতা। লিটল ম্যাগকর্মী ও লেখকদের অল্পে তুষ্টি এবং আত্মতুষ্টিই এ কারণে দায়ী।

বাংলাদেশের লিটল ম্যাগ আন্দোলনের সাথে এদের বাম আন্দোলনের মিল অবিশ্বাস্য রকম। বাংলাদেশের বাম আন্দোলন যেমন শতধাবিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন, চরম হঠকারিতা থেকে পোটিবুর্জোয়া আপসকামিতায় বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও অহং দোষে দুষ্ট, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চরম অবৈজ্ঞানিক ধারায় পরিচালিত - তেমনি অবস্থা আমাদের লিটল ম্যাগ আন্দোলনেরও। বস্তুতঃ বাংলাদেশে যে রকম কূপমন্ডুক, অসংগঠিত, অসচেতন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, লিটল ম্যাগ আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে , বিশ্বে তেমন উদাহরণ বিরল। অবস্থা এতটাই করুণ যে, লিটল ম্যাগ কর্মীদের চেতনার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। মেন আমিত্ব আর কোথাও দেখা যায়নি কোনোদিন। 'দেশে কোনো লিটল ম্যাগাজিন থাকলে আমারটা বের করার প্রয়োজন হতো না' এমন সম্পাদকীয় আস্ফালন হেঁকে এক সংখ্যা পরেই সম্পাদক বসে পড়েন। দেশের সব লিটল ম্যাগকে অস্বীকার করে যে বস্তু তিনি উপস্থাপন করেন, তাতে কোথাও লেখেন না, কেন শুধু তারটাই লিটল ম্যাগ, অন্যগুলো কেন লিটল ম্যাগ নয়! অন্যগুলোর ঘাটতি কোনখানে, বিপরীতে তার পত্রিকা ঋদ্ধি কোনখানে, তা-ও দেখান না। আসলে তিনি দেখতে চানও না। সে যোগ্যতাও তার আছে কিনা সন্দেহ। কেননা এ ধরনের আস্ফালনই প্রমাণ করে তার চেতনার অস্বচ্ছতা।

অন্য আরেক দল আছেন, যারা লিটল ম্যাগের মধ্যে নিজেদেরকে অভিজাত ( !) মনে করেন। অভিজাত, কেননা, তাদের প্রকাশনা

ঢাউস, মুদ্রণসৌকর্য সর্বশেষ প্রযুক্তিনির্ভর। লিখে থাকেন লিটল ম্যাগাজিন জগতের এলিট লেখকরা। (লিটল ম্যাগাজিনের এলিট লেখক প্রসঙ্গ পরবর্তী সময়ে আলোচিত হবে)। এরা কৃশতনু পত্রিকাগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন অপাঙ্গে। যদি অফসেটে মুদ্রিত না হয়, তাহলে নাক সিঁটকান বারবার। এরা অন্যের পত্রিকা সৌজন্য সংখ্যা হিসাবে পাওয়াকে নিজেদের (আভিজাত্যের কারণে) অধিকার বলে মনে করেন। অন্যদের কাছ থেকে স্তুতিময় চিঠি চান, কিন্তু নিজেরা হয়ে ওঠা সম্পাদকদের উৎসাহিত করে লেখেন না এক কলমও। পটুয়াখালি অঞ্চল থেকে যে পত্রিকাটি বের হচ্ছে, তা যে কখনও চট্টগ্রামের মতো মুদ্রণসৌকর্য পাবে না, এটা স্বতঃসিদ্ধ। তেমনি পঞ্চগণ থেকে যে পত্রিকা বেরুচ্ছে সেটা বগুড়ার মতো কাঠামোগত সহায়তা পাবে না, এটা যে না বোঝে, সে লিটল ম্যাগাজিনের কর্মী বা লেখক হবার যোগ্যতা রাখে না।

লিটল ম্যাগাজিনের অভিজাত লেখক বলে যারা নিজেদের মনে করেন, তাদেরকে সনাক্ত করা অবশ্য খুবই সহজ। খেয়াল করলেই দেখা যায় এরা ঢাউস এবং সুমুদ্রিত পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র লেখা দিতে চান না। এরা অন্য কোন লিটল ম্যাগ লেখকের সঙ্গে কোনদিনও আগবাড়িয়ে কথা বলেন না, কৃশতনু পত্রিকাগুলো হাতে নেন নিদারুণ তাচ্ছিলের সাথে, যে কোন কথায় 'ঐ যে আমি লিখেছিলাম' জাতীয় বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেন বারবর - এই জাতীয় মজার আচরণ লক্ষ্য করা যায় সবসময়ই। একটু প্রশংসা শুনলেই অবশ্য খসে পড়ে এদের নির্মোহতার মুখোশ; পক্ষান্তরে সমালোচনা শুনলেই 'ও ব্যাটা কি বোঝে আমার লেখার' জাতীয় কথামালা বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে। অভিজাত লেখকদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যকে অস্বীকার। এই অস্বীকারের পন্থা হচ্ছে তরুণ কারও লেখা না পড়া। এরা তাই নিজের লেখা ছাড়া অন্য কারও লেখা পড়েন না। পড়েন না যে, তার প্রমাণ ভুরি ভুরি। এমন কি, এরা যে পত্রিকাতে লেখেন, সেই পত্রিকাতেও যদি কোন নতুন তরুণের লেখা ছাপা হয়, সেটাও পড়েন না। নতুন লেখকের নামটা পর্যন্ত পড়েন না। পড়েন না বলেই তেমন কেউ পরিচিত হতে এলে, নাম বললে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাহলে কি লিটল ম্যাগের এই অভিজাত লেখকরা আদৌ পাঠক নন? এরা কি মোটেই পড়েন না? তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরা পড়েন বেশির ভাগই বাজারচলতি প্রধান লেখকদের ( !) বই। কোন পাঠক এ-কথায় বিস্মিত হলেও জানবেন— এটাই সত্য।

অতি বিপ্লবী বুলির অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারে মৌলবাদের প্রেতাত্মা। মৌলবাদ বলতে সবধরণের মৌলবাদ বোঝানো হয়েছে। মানুষ যখন একমাত্রিক বিশ্বাসের ঘেরাটোপে নিজের আত্মাকে এবং বিবেচনাবোধকে আচ্ছন্ন হতে দেয়, তখনই সে মৌলবাদকে আমন্ত্রণ জানায়। তাই মৌলবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হলে দরকার হয় নিজের জন্য একটা মুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা। চিন্তার বিবর্তনে সাড়া দেবার জন্য মননকে তৈরি রাখতে হয়। এ এক সার্বক্ষণিক সচেতন সক্রিয় প্রক্রিয়া। সুতরাং খুবই কঠিন। সঠিক বিপ্লবী তিনিই, যিনি বিবর্তিত (কখনও বিপরীত) চিন্তাকে বিশ্লেষণে আনেন; পক্ষান্তরে মৌলবাদী বরাবর নতুন চিন্তার প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। উদাহরণটা খুব মোটাদাগের হয়ে যাবে, তবু সতর্ক সংকেত হিসাবে লাগসই হতে পারে, তাই বলা চলে যে— একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা কিন্তু ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিল অতিবিপ্লবী বাম রাজনীতিকেই। কাজেই অতিবিপ্লবী মনোযোগ আচ্ছন্নকারী তত্ত্বের আড়ালে আমরা লিটল ম্যাগের মাধ্যমে যেন মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে প্রশ্রয় না দেই — একথাটাও ভাবতে হবে।

অতি বিপ্লবী বুলির মতো আরেক বিভ্রম হচ্ছে যান্ত্রিক সরলীকরণ। লিটল ম্যাগাজিনের লেখক কারা? যান্ত্রিক সরলীকৃত একটাসূত্র আমরা নির্ধারণ করে নিয়েছি। যারা কখনও দৈনিক-সাপ্তহিক - সাময়িকীতে লেখেন না, তারাই লিটল ম্যাগের লেখক। অন্যরা লিটল ম্যাগের লেখক নন। অথচ লিটল ম্যাগাজিনের মূলসূত্র কী বলে? যেহেতু বাজারচলতি পত্রিকাগুলো সাহিত্য নামে একধরনের পণ্যকে বাজারে ছাড়ছে, যার মধ্যে জীবনের প্রতি সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই, তাই এই পণ্যধর্মী লোকর বিপরীত লেখাগুলিই লিটল ম্যাগাজিনের লেখা। এখন লিটল ম্যাগাজিনের পাতার কোনো লেখক যদি উপরোক্ত প্রথা - প্রচল - পণ্যধর্মী লেখাই লিখতে থাকেন, তাকে কি আমরা লিটল ম্যাগের লেখা বলতে পারি? অন্যদিকে, যিনি বাজারচলতি কাগজেও দায়বদ্ধ লেখা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন, তাকে কি আমরা লিটল ম্যাগ লেখকের তালিকা থেকে খারিজ করে দেবো? শেষোক্ত পঙ্‌ক্তির উত্তর হ্যাঁ-বোধক হলে, লিটল ম্যাগ তালিকা থেকে বাদ পড়ে যান আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, শওকত ওসমান, আবুবকর সিদ্দিক, কায়েস আহমেদ। এমনকি বাদ পড়ে যান কমলকুমার ও অমিয়ভূষণও। বাদ পড়ে যান মহাশ্বেতা দেবীও। অথচ ওঁরা তো এক কলমও পণ্য সরবরাহ করে নি।

নতুনত্বের নামে পারম্পর্যহীন আঙ্গিকসর্বস্ব লেখায় পূর্ণ হওয়া কোনো কোনো লিটল ম্যাগাজিনের আরেক দুর্বলতা। এই লেখাগুলো ছাপা হয় 'এক্সপেরিমেন্টাল' তকমা এঁটে। সত্যিকার অর্থেই এ এক উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষার নামে এরা যা করেন, তাতে আবার সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা না নাড়লেও বিপদ। যদি বলা হয়, বোঝা যাচ্ছে না, তাহলেই প্রশ্ন ওঠে বুদ্ধিবৃত্তির স্তর নিয়েও। সেও আরেক ব্যাপার। আসলে আমাদের লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে আত্মম্ভরিতা আছে, অহংকার আছে, উল্লম্ফন আছে, আস্ফালন আছে (অনেক ধনাত্মক গুণাবলী ও আছে নেই শুধু আত্মসমালোচনা। আমরা জানি যে, আত্মসমালোচনাহীন ব্যক্তি যেমন কুপমন্ডুক, জাতি যেমন ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে পারে, আত্মসমালোচনাহীন আন্দোলনও তেমনি নিজেই নিজের বিকাশমানতার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনামলের ভারতবর্ষে কমবেশি তিনশতাধিক আঞ্চলিক এবং কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু সবগুলোই ব্যর্থ হয় নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে। এই বিদ্রোহগুলো সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। উদ্যোক্তারা পারে নি তাকে সব অঞ্চলে সঞ্চারিত করতে। আমাদের লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংযোগহীনতা, পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বিমুখী প্রবাহের অভাবে বদ্ধ জলাশয়ে মাথাকুটে মরছে লিটল ম্যাগগুলোর প্রাণপ্রবাহ। আমরা যতদিন বিচ্ছিন্ন থাকবো, ততদিনই লাভবান হতে থাকবে নড়বড়ে ভিত্তি নিয়েও প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের পদলেহী স্তাবক লেখকবৃন্দ। বিচ্ছিন্ন হবে পুঁজিবাদী উপজাত। এই বিচ্ছিন্নতা রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে থাকবে কিনা, এই প্রশ্ন লিটল ম্যাগ কর্মীর বিবেচনায় আসা উচিত ছিলো অনেক আগেই।

আমরা আলোচনার শুরুতেই সনাক্ত করতে চেয়েছি লিটল ম্যাগাজিনের লক্ষ্যসমূহ। একই সঙ্গে চিহ্নিত করেছি আমাদের শক্তিসম্ভার। লক্ষ্য ও সামর্থ্য — এই দুটো বিষয়কে পাশাপাশি রেখে প্রতিতুলনা করলে কারও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে এইসব দুরূহ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সম্পদ - সামর্থ্যের অপ্রতুলতা প্রায়শই নৈরাশ্যজনক। এই শক্তি ও সামর্থ্যের অনেকখানি অবশ্যই আমরা অপচিত হতে দিচ্ছি যথার্থ সচেতনতার অভাবে। আর এই অপচিতি প্রক্রিয়া চলতে দেওয়া উচিত নয়। আর প্রতিটি সংখ্যা লিটল ম্যাগাজিনের জন্য নিশ্চিত করতে হবে সম্ভাব্য সর্বাধিক প্রচালিত ও আলোচিত হবার নিশ্চয়তা।

শুধুমাত্র সমস্যা চিহ্নিত করাটাই শেষ কথা নয়। সমাধানের পথ খোঁজা ও সর্বোত্তম পথটি বেছে নিয়ে অগ্রসর হওয়াটাই আসল কথা। যদিও সমস্যা স্বীকার করা এবং তাকে চিহ্নিত করাকেই বলা চলে সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপে না রাখা। আমরা কিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করেছি। আরও কিছু বিবেচনাযোগ্য দিক থাকতে পারে, যেগুলো উল্লিখিত হবার দাবি রাখে। উন্মুক্ত রইলো সবার জন্য। আপাতত কিছু প্রস্তাব রাখা যেতে পারে, যেগুলো হয়তো লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনকে আরও গতিশীল, সুসংবদ্ধ ও কার্যকরী হতে সাহায্য করবে।

ক. প্রতি বছর দেশের লিটল ম্যাগ কর্মী ও লেখকদের অন্তত একবার মিলিত হওয়া দরকার যেখানে সাহিত্য নিয়ে যেমন সেমিনার হবে, তেমনি মুক্ত আলোচনা হবে কর্মপদ্ধতি নিয়ে। প্রতিটি লিটল ম্যাগ কর্মীর কর্মকৌশল আলাদা। একে অপরের কাছ থেকে কর্মকৌশল সংক্রান্ত আলাপে লাভবান হতে পারবেন। এই সম্মেলন যে প্রতিবছর একই জায়গায় হবে এমন নয়— ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হতে পারে। উদ্যোক্তরা শুধু আমন্ত্রিতদের থাকা - খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমন্ত্রিত বা যোগদানেচ্ছুরা সেখানে যাবেন - ফিরবেন নিজ খরচে। এই সম্মেলন ঢাকা - চট্টগ্রামে না হয়ে অন্য কোনো জেলা শহরে হওয়াটাই বেশি ভালো। কোননা ঢাকা - চট্টগ্রামে অনুষ্ঠানের হল ভাড়া, আমন্ত্রিতদের থাকা - খাওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। মনে রাখা দরকার যে, এই সম্মেলনে ব্যাপক কোন কিছু হবে না। প্রমোদভ্রমণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিমানভাড়া দিয়ে বড় লেখক - কবিকে আনার মতো কোনো অনুষঙ্গ এখানে থাকবে না। এখানে অনুষ্ঠানিকতার চাইতে বেশি থাকবে মুক্ত আলোচনা। জটলাবদ্ধ আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির সুযোগ। ডিসপ্লের মধ্যে থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা।

বার্ষিক একত্রিত হওয়া থেকে যে কোনো পরিষদ গঠিত হতে হবে — এমন কোনো কথা নেই। কারণ এই একত্রিত হবার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরস্পরের চেতনা ও কর্মকৌশল থেকে শিক্ষালাভ করা, সার্বিক মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কৌশলগত উন্নয়নপন্থা খুঁজে বের করে আন্দোলনকে আরও গতিশীল করা, উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছোনোর আরও কার্যকর পদ্ধতি খুঁজে বের করা। সর্বপ্রথম লক্ষ্য হচ্ছে লিটল ম্যাগ কর্মী ও লেখকদের পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা বিকল্প নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। মানসিক লাভটাও এক্ষেত্রে বিরাট। কেননা, বিরূপ বিশ্বে আমি একা নই - এই অনুভূতি লিটল ম্যাগ কর্মীকে অবশ্যই আরও আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী করে তোলে।

খ. প্রতিটি লিটল ম্যাগাজিনে একটি বিভাগ অবশ্যই রাখতে হবে। তা হচ্ছে সবসময়ে প্রকাশিত অন্য লিটল ম্যাগের পরিচিত ও আলোচনা। এই বিভাগটি পরস্পরকে কাছে আনতে সাহায্য করবে। কেননা, লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে কোনো আলোচনা বা জায়গা বরাদ্দ করতে প্রতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলো অনাগ্রহী। সে কারণে অন্যের আয়নায় নিজের মুখ কীভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তা জানতে পারে না লিটল ম্যাগাজিন সংশ্লিষ্টরা। এই বিভাগ সেই অভাবটা দূর করতে সাহায্য করবে। সমালোচনা - অনুপ্রেরণা অবশ্যই কর্মস্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করবে।

গ. লিটল ম্যাগাজিনগুলির দরকার পত্রিকার পাশাপাশি গ্রন্থ প্রকাশে হাত দেওয়া। যাদের প্রস্তুতি আছে তারা এখনই এ কাজে নামবেন (অনেকেই শুরু করেছেন), যাদের এখনও প্রস্তুতি নেই, তাদেরও অদূরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে গ্রন্থ প্রকাশকে নির্ধারণ করে কাজ শুরু করা উচিত। একক গ্রন্থ তো প্রকাশিত হবেই, পাশাপাশি যৌথ গ্রন্থ প্রকাশককে উৎসাহিত করা উচিত। তবে সবচেয়ে জরুরি এবং কার্যকর হবে সংগ্রহ ও সংকলনধর্মী গ্রন্থ। যেমন — বিকল্প ধারার গল্প বা বিকল্প ধারার কবিতা। কিংবা ইস্যুভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ। এতে একজনের বদলে লিখতে পারবেন অনেকজন। শুধু এক এলাকার লেখকের পরিবর্তে লিখতে পারবেন অনেক এলাকার লিটলম্যাগ ধারার লেখক। পাশাপাশি দেশব্যাপী এসব গ্রন্থের বিপণনে প্রত্যেককে স্বউদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, লিটল ম্যাগাজিন কোনো হুজুগের জিনিস নয়। এটা সময়ের দাবি। যখনই প্রচলিত সাহিত্যমাধ্যম অন্ধগলিতে পথ হারিয়েছে, কিংবা পণ্যে পরিণত হয়েছে, তখনই পথ দেখাতে আবির্ভূত হয়েছে লিটল ম্যাগাজিন। আজকের বাজারি সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালি পাঠককে অন্ধকারযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্য কথায় আমাদের সমস্ত সম্ভাবনার ওপরে অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে, যাতে ইতিহাসে এই যুগটা অন্ধকারের যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই বর্তমানে যারা লিটল ম্যাগ আন্দোলনে জড়িত, তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। লক্ষনীয়, কেউ তাদেরকে এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেয় নি, বরং তাঁরা নিজেরাই সাহিত্য - ভাষা - দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁরা সবাই সংশপ্তক। এখন দরকার, সবাই মিলে এই দায়িত্বটা সবচেয়ে ভালভাবে, সফলভাবে পালন করার জন্য চিন্তা করা। সামনে এক বিশাল ক্ষেত্র। লিটল ম্যাগাজিন কর্মীর হারানোর কিছুই নেই, কিন্তু জয় করার জন্য আছে কোটি কোটি পাঠকের মনোভূমি।